179

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 NOV 1998
পৃঃ ১২ কলাম ৫

সন্ধিরোগ নয়—সংস্কার

পত্রলেখক দিলীপ দেবনাথের কথার সূত্র ধরে আমি এর আগে কিছু মতামত পেশ করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের ব্যাপারে সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা; কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা নয়। কিন্তু পত্রলেখক দিলীপ দেবনাথ গত ১৬ অক্টোবরের জনকণ্ঠে নিজে থেকে জবাব দিতে গিয়ে মূল জায়গা থেকেই সরে গেছেন।

আমার অভিযোগ ছিল—বাংলা একাডেমী বা টেক্সট বুক বোর্ড নিজেরাই নিজেদের প্রস্তাবিত বানান রীতি মানছে না। এর উত্তর দিতে গিয়ে পত্রলেখক লেখক, প্রকাশক, বুদ্ধিজীবী সবার ওপর দোষ চাপিয়েছেন। নিজেরাই নিজেদের প্রণীত বানান-রীতি মানতে না পারলে অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ কি?

ভুল এবং সংস্কার এক কথা নয়। যদি তাই হতো তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলা একাডেমীর সুযোগ থাকত না সংস্কার করার বা সংস্কারের সুপারিশ করার। সন্ধির নিয়মে বন্যা+উত্তর=বন্যোত্তর হতে পারে; বন্যাত্তোর নয়। তাই এটি ভুল। অন্যদিকে বন্যা+উত্তর=বন্যোত্তর হয়। তাই বিভ্রাট এড়াতে বন্যাত্তর লেখাই বাঞ্ছনীয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের নাম লিখতে সন্ধির নিয়ম মানতেন না। শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র নিয়ম ভেঙ্গে 'ভ্রাতুষ্কন্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন 'মনোসাধ' শব্দটি। এগুলো তাঁদের অজ্ঞতার ফল বা সন্ধিরোগ নয়, ইচ্ছাকৃত তাই এগুলো ভুল নয়—সংস্কার। পত্রলেখক অজ্ঞতা এবং সংস্কার প্রয়াসকে একই কাতারে ফেলে আমার বক্তব্যকে স্ববিরোধী বলেছেন—এটা তাঁর মতো বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে কাম্য নয়। পত্রলেখক একদিকে বলছেন, "ভাষা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি।" অন্যদিকে বলছেন, "এর পুষ্টি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য ভাষাসেবীদেরই কাজ করতে হবে এবং বুধজনের গ্রাহ্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া নাণ্যপন্থা।" পত্রলেখক সরকারী নির্দেশ জারির বিপক্ষে যুক্তি দিতে ভাষাকে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি উল্লেখ করলেন আর সাথে সাথেই নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ ছাড়া নাণ্যপন্থা বলে উল্লেখ করলেন। বিশ্বাস করি, ভাষা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি। কিন্তু কোন নির্দেশ ছাড়া কিভাবে নীতিমালা প্রয়োগ সম্ভব তা বোধগম্য হলো না।

সাধারণ মানুষের সম্পত্তি এই ভাষার বিকাশের জন্য ভাষাসেবীদের কাজ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে– কারা এই ভাষাসেবী যাঁরা সাধারণ মানুষের সম্পত্তির বিকাশের জন্য কাজ করতে পারবেন। আমার জানা মতে, পত্রিকাসেবীরাই তো সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্যে আসেন সাধারণ মানুষের; তাঁদের মুখের ভাষাকে কলমের মাথায় তুলে আনেন। তাহলে তো পত্রিকাসেবীদেরই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত মাতৃভাষার বিকাশের স্বার্থে। এবং আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে তাঁরা এসেছেনও। কিন্তু সেখানেও আপত্তি শ্রীনাথের। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো তাদের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে ভাষাকে প্রমিতকরণের যে চেষ্টা করছে সেটাকে তিনি 'হাউস স্টাইল' উল্লেখ করে এটা 'কাম্য হতে পারে না' বলে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একমত হতে পারছেন না। ডঃ আনিসুজ্জামানের বক্তব্যই ঠিক ঃ 'বানান আয়ত্ত করার বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলা বাড়ছে।' তেমনি ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও। আমরা সাধারণ মানুষ যেমন–তেমন, আমাদের পণ্ডিত লেখক-বুদ্ধিজীবিরা পর্যন্ত প্রতিদিন অসংখ্য ভুল বানানে, ব্যাকরণের অপপ্রয়োগে লিখে চলেছেন, বলে চলেছেন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের ব্যাকরণ এবং বানান বিষয়ক অধ্যায়টিও ভুলের ছড়াছড়ির কারণে পড়তে ইচ্ছা হয় না। পাঠ্যপুস্তকে ভুলের ছড়াছড়ি, টিভি পর্দায় অসংখ্য ভুল, শিক্ষক ভুল পড়াচ্ছেন, ছাত্র তাই লিখছে, সংবাদপাঠক, ঘোষক ভুল ব্যাকরণে-উচ্চারণে পড়ে চলেছেন। লাখ লাখ টাকার গাড়িটিতে গোটা চারেক হরফ তাও ভুল। বিজ্ঞাপন প্রচারপত্রে ভুল। সিনেম্যাটিক বুদ্ধিজীবী কোটি টাকা খরচ করে ছবি বানালেন। নামটাই ভুল বানানে লেখা। আদরের সন্তানটির নামটিও নির্ভুলভাবে লিখতে শিখাই না আমরা। বাংলা ভাষার আজ বড় দু'দিন চলছে। এ থেকে নিস্তারের জন্য পত্রিকাওয়ালাদের 'হাউজ স্টাইল' ('হাউস' নয়) তৈরির প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

জহিরুল ইসলাম
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।